যুগান্তর

তারিখ ... 18 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনও রয়েছে ত্রুটি-বিচ্যুতি

যুগান্তর রিপোর্ট

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেছেন, যদিও বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জন বেশ দৃশ্যমান। তারপরও প্রাথমিক শিক্ষায় এখনও নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। দুর্বলতা ও সমস্যাগুলো সতর্কতার সঙ্গে চিহ্নিত করে তা সমাধানের পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক এ বিশেষজ্ঞ যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত আলাপকালে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা যে এগিয়েছে তা অনেক বেশি দৃষ্টিতে এসেছে। প্রথমত, বাংলাদেশকে

রাশেদা কে চৌধুরী

তথাকথিত দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের দেশ বলা হলেও প্রায় সব শিশুকে আমরা স্কুলে আনতে পেরেছি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের মতো একটি রক্ষণশীল সমাজে প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়ে সমতা আনা সম্ভব হয়েছে। তৃতীয়ত, শিক্ষার জন্য সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে একটি চাহিদা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। শ্রমজীবী-দিনমজুর মানুষও আজ বলছে, আমার সন্তানকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের অনেক রাজ্যও এত দূর আগাতে পারেনি। চতুর্থত, প্রাথমিকে সমতা বা মেয়ে শিশুর শিক্ষার গুরুত্ব ধারাবাহিকভাবে সব সরকারের মধ্যে দেখেছি। এক সরকার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করেছে; আরেক সরকার এসে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তা উন্নীত করেছে। নারী নেতৃত্ব থাকায় হয়তো এটাতে কোনো ছেদ পড়েনি। এসব বিষয়ই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্জনের বড় জায়গা।

তবে এখনও বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষার মান। বিভিন্ন গবেষণায় এমনকি সরকারের নিজস্ব মূল্যায়নেও বিষয়টি দেখা যাচ্ছে। যে বছর ৯৫ শতাংশ শিশু প্রাথমিক সমাপনীতে উন্নীত হল, সেই বছরও গণিত ও ইংরেজিতে তেমন ভালো করতে পারেনি অনেক শিশু। এর প্রভাব ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ঠেকছে। আমরা দেখছি, গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাচ্ছে না। সেখানে মানের বিষয়ে একটা উদাহরণ আমরা পাচ্ছি। ঝরেপড়ার সমস্যা আরেক চ্যালেঞ্জ। ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এটা কমে আসছে। কিন্তু এখনও প্রাথমিক শেষ করার আগে প্রতি পাঁচজনে একজন শিশু ঝরে পড়ছে। ঝরেপড়ার এ প্রবণতা প্রত্যেক ধাপেই দেখা যায়। যে কারণে উচ্চশিক্ষার দোরগোড়ায় পৌঁছার আগে ৭০ ভাগই হারিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের কারিকুলাম আরও উন্নত করা দরকার। মেয়ে শিশুর স্কুলে যাতায়াতে নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। ইভটিজিং বন্ধে মোবাইল কোর্ট দারুণ কাজে এসেছে। মেয়েদের নিরাপত্তা বিধানেও প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনে স্থানীয় সরকারের মহিলা জনপ্রতিনিধিকে কাজে লাগাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক বলা হয়। কিন্তু খরচ ঠিকই আছে এবং তা অনেক। কেবল বই কিনতে হয় না। আর সবই কিনতে হয়। এ খরচ দিতে হয় বাবা-মাকে। বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি বাণিজ্যও বেড়েছে। বেড়েছে কোচিং বাণিজ্য। সমাপনী পরীক্ষাকে ঘিরে একটি চক্র গড়ে উঠেছে সারা দেশে। তারা বাণিজ্যকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। প্রাথমিকেও সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালু হয়েছে। গাইড বই নিরুৎসাহিত করতে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কিন্তু ক্লাসে ঠিকমতো পাঠদান না হওয়ায় এখন কোচিং আর গাইড ব্যবসা দুটিই বেড়েছে। এসব বাণিজ্য প্রতিরোধের বিষয়টি সরকারকে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মধ্যে আনতে হবে। আর সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে পর্যালোচনার সময় এসেছে। এটা এভাবে প্রয়োজন আছে কিনা।

অতিদরিদ্র আর প্রতিবন্ধী শিশুকে স্কুলে আনা ও ধরে রাখা আরেক চ্যালেঞ্জ। মেয়ে শিশুদের স্কুলে স্যানিটেশন আরেক চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে মাধ্যমিকে। যদিও সরকার এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করেছে। কিন্তু এর মনিটরিংয়ের দায়িত্ব স্থানীয় সামাজিক সংগঠনকে দেয়া যায়। শিক্ষায় শিক্ষক মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষক শ্রেণী কক্ষের ভেতরে থাকেন। তাকে উপযুক্ত বেতন-ভাতা ও সম্মান দিতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষকের ক্ষেত্রে এ দিকগুলো পৃথিবীর মধ্যে নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেও শিক্ষকরা উচ্চ পর্যায়ের বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। ক্লাসরুমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত আরেকটি চ্যালেঞ্জ। একজন শিক্ষককে একইসঙ্গে ৫০ থেকে ৬০ শিক্ষার্থীকে সময় দিতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে মান রক্ষা আসলেই কঠিন।

আমাদের দেশে এখনও ৫০ ভাগের বেশি শিক্ষার্থী প্রথম প্রজন্মের। অর্থাৎ, এ শিক্ষার্থীর বাবা-মা কোনোদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসেননি। এ শিক্ষার্থীই তার পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যে লেখাপড়া করতে এলো। তাই এমন শিক্ষার্থীর যদি ক্লাসরুমে ঠিকমতো পাঠদান না দেয়া হয়, তাহলে তার পড়া তৈরির জন্য বাড়িতে অন্য শিক্ষক লাগবে। আর দারিদ্র্যের কারণে বাবা-মা তা সংস্থানে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থী ঝরে যাবে। এ পরিস্থিতি রোধে শিক্ষককে আন্তরিক করার জন্য যেমন পর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের দরকার আছে, তেমনি শিক্ষককে উপযুক্ত বেতন-ভাতা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, তা না দিলে অবশ্য ভালো পাঠদান আশা করাও কঠিন। পাশাপাশি এ ধরনের দরিদ্র শিক্ষার্থীকে স্কুলে ধরে রাখতে 'মিড ডে মিল' বা দুপুরে গরম খাবার দিতে হবে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতের তামিলনাড়ু অনেক সাফল্য পেয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় অনেক দুর্নীতির অভিযোগ আছে। ওইসব দুর্নীতির শিকার শিক্ষকরাও হয়ে থাকেন। যদিও রাতারাতি নির্মূল করা সম্ভব নয়। কিন্তু মনিটরিং বাড়িয়ে সদিচ্ছা ও অগ্রগতির প্রমাণ চায় জনগণ।